অভিলেখশাস্ত্র চর্চায় বিদ্বানদের অবদান

জেম্স প্রিন্সেপ (১৭৯৯ – ১৮৪৪ খ্রী.)

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারী জেমস্ প্রিন্সেপ্ ১৮৩২-১৮৪০ খ্রী. পর্যন্ত কলকাতার টাঁকশালের অধিকারী ছিলেন । তিনি ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে “The Asiatic Society of Bengal” – এর প্রথম সচিব ছিলেন । তিনি গিরনার অমরাবতী প্রভৃতি গুপ্তকালীন অভিলেখগুলি পাঠ করে অক্ষরের সম্পূর্ণ সূচি তৈরী করেছিলেন । তিনি “Modification of Sanskrit Alphabets from 5282 B.C to 1200 AD” নামে একটি তালিকা বানান , যেখানে ১৮০০ বর্ণের সম্পূর্ণ ভারতীয় বর্ণমালা প্রস্তুত আছে। প্রিন্সেপ্ রচিত এই বর্ণমালার তালিকা ভারতীয় পুরালিপি শাস্ত্র অধ্যয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ব্রাহ্মীলিপি ও প্রাকৃত ভাষার উৎকীর্ণ অশোকের অভিলেখগুলি তিনিই প্রথম পাঠ করেন। তিনি ‘The Journal of Asiatic Society of Bengal’ , ‘Asiatic Researches’, ‘Indian Antiquary’ , ‘Ancient Indian’ প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন । প্রন্সেপ এর দ্বারা ব্রাহ্মীলিপি পাঠোদ্ধার ফলে ভারতীয় পুরাতত্ব সাহিত্যে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়, তাঁর রচিত ব্রাহ্মীবর্ণের বৈজ্ঞানিকসূচি প্রাচীন অভিলেখ সাহিত্যগুলি পাঠ করতে অত্যন্ত সাহায্য করেছে। তাই অভিলেখ সাহিত্যের ইতিহাসে জেমস্ প্রিন্সেপ্ এর অবদান অনস্বীকার্য।

স্যার কানিংহম্ (১৮১৪ – ১৮৯৩ খ্রী.)

স্যার কানিংহম্ ১৮৪৮ খ্রি. ব্রিটিশসেনার ইঞ্জিনিয়ার পদে নিযুক্ত হয়ে লন্ডন থেকে ভারতে আসেন। ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং এর সময়ে পুরাতত্ত্ব বিভাগ স্থাপিত হয়। সেই বিভাগের প্রথম Director General ছিলেন স্যার কানিংহম্ । ১৮৭১ খ্রি. তিনি পুরাতত্ত্ব বিভাগের সর্বোচ্চ পদাধিকারী হন। তিনি ১৮৭৭ খ্রি. ‘Corpus Inscriptionum Indic arum’ – এর প্রথমখন্ডে অশোকের অভিলেখ গুলি প্রকাশ করেন, তিনি খরোষ্ঠী লিপিতে রচিত এবং প্রাকৃত

ভাষায় তখেতবাহি অভিলেখ, কনিষ্ককালীন তাম্রপট্ট অভিলেখ, সমুদ্রগুপ্তের অভিলেখ, কুমারগুপ্তের অভিলেখ প্রভৃতি অভিলেখগুলি প্রকাশ করেন। খরোষ্ঠী বর্ণমালা তথা খরোষ্ঠী লিপি স্পষ্টীকরণে তাঁর যথেষ্ঠ অবদান আছে। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব , ইতিহাস তথা ভূগোলে বিদ্বান রূপে তিনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন । ভারতীয় পুরাতত্ত্বের সমস্ত বিভাগে তাঁকে জনকরূপে মানা হত । ১৮৬১ খ্রি. Major General পদে তিনি যোগদান করেন । তিনি বহু পুস্তক রচনা করেন সেগুলি হল-

a) The Ancient Geography of Indian (1871 খ্রী.)
b) The Book Of Indian Eras (1883)
c) Coins Of Ancient India (1891)

জর্জ বুহলার (১৮৩৭ – ১৮৯৮ খ্রী.)

George Buhler ১৮৬৩ খ্রি. ভারত সরকারের অন্তর্গত বাংলা মুম্বাই এবং মাদ্রাজের যে গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছিল তার মুম্বই শাখার অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত হন। Bhular - এর দ্বারা আবিষ্কৃত পুঁথিগুলি ‘Elfication College’- এর গ্রন্থাগারে ,কিছু বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর লন্ডন অফিসে সুরক্ষিত আছে । তিনি মুম্বাইয়ে অবস্থিত Elfication College - এর প্রাচ্য ভাষার অধ্যাপক রূপে কার্যরত ছিলেন । ১৮৯৬ খ্রি. Bhular এর পুরালিপি বিষয়ক গ্রন্থ “Indian Paleography” জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়। ১৯৬৬ খ্রি. এই গ্রন্থটিকে মঙ্গলনাথ সিংহ হিন্দিতে অনুবাদ করেন । এই গ্রন্থে খ্রি. পূ. ৩৫০ থেকে ১৩০০খ্রি. পর্যন্ত সমস্ত লিপি এক জায়গায় সংগৃহীত আছে। তিনি ১৮৭৮ খ্রি. প্রাচীনতম প্রাকৃত শব্দকোশের অনুবাদ করেন । ১৮৯৫ খ্রি. “On the Origin of Kharoshthi Alphabets” নামক পুস্তক রচনা করেন ।

এছাড়া ‘Epigrabhia Indica’ , ‘Archaeological Survey of West Bengal’ , ‘Indian Antiquary’ প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর অভিলেখ বিষয়ে অনেক শোধপত্র আছে। তাই Bhular ভারতীয় অভিলেখ সাহিত্যে এক বিশেষ স্থানের অধিকারী।

John Faithful Fleet (1847-1917 AD)

Jhon Faithful Fleet ১৮৬৫ খ্রি. 'Indian Civil Service' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভারতের 'Assistant Collector' তথা ম্যাজিস্ট্রেট পদে যোগ দেন । তিনি পালি এবং কন্নড় ভাষায় ভাষাবৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন করেন । ১৮৭৬ খ্রি. সংস্কৃত অভিলেখ এবং কন্নড়ী অভিলেখ গুলির তালিকা "Journal of Bombay Branch of Royal Asiatic Society" - তে প্রকাশ করেন । ১৮৮৩ খ্রি. ভারত সরকার তাঁকে অভিলেখ শাস্ত্রের কাজ সমর্পণ করেন । পুরাতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর বিশিষ্ট যোগদানের কারণে ১৮৮৬খ্রি. "Archaeological Servey of India" – তে তাঁকে প্রথম অভিলেখশাস্ত্রী রূপে নিযুক্ত করেন । ১৮৮৮ খ্রি. তিনি "corpus Inscriptionum Indicarum" - এর তৃতীয় খন্ড সম্পাদন করেন । গুপ্তবংশের কালনির্ধারণে তাঁর গবেষণার যথেষ্ঠ ভূমিকা আছে । তিনি 'Indian Antiqury' , 'Epigraphia Indica', 'Indian Epigraphy' প্রভৃতি অভিলেখ বিষয়ক গবেষণা পত্রের সম্পাদনা করেন । ১৮৯৭ খ্রি. ভারতীয় প্রশাসনিক সেবা থেকে অবসরপ্রাপ্ত হয়ে তিনি লন্ডন ফিরে যান।

রায় বাহাদুর গৌরীশঙ্কর হিরাচাঁদ ওঝা (১৮৬৩ – ১৯৪৭ খ্রী.)

হিন্দুলেখক এবং ইতিহাসবিদ্ গৌরীশঙ্কর ওঝা ভারতীয় পুরালিপির সাহিত্যে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি মধ্যকালীন ভারতীয় সংস্কৃতির কর্ণেল জেমস টার্ডের জীবন চরিত প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তক রচনা করেন । তাঁর দ্বারা বিরচিত গ্রন্থ- ভারতীয় প্রাচী লিপিমালা - তে ভারতীয় তথা বিদেশি বিদ্বানদের লিপিসাহিত্যে অবদান উল্লেখ আছে । তিনিই প্রথমবার সমস্ত ভারতীয় লিপির সুসংবদ্ধ অধ্যয়ন করেন । ব্রাহ্মী , খরোষ্টী , গুপ্ত , বাংলা , নাগরী , আদি সমস্ত ভারতীয় লিপিগুলির ৮৪টি লিপিপত্র দ্বারা প্রস্তুত করেন । যেগুলি বর্ণের বিকাশক্রম তথা বর্ণমালার পরিচয়ে অত্যন্ত সাহায্য করেছে। ব্রাহ্মী এবং তার থেকে সৃষ্ট লিপিগুলি পরিবর্তনের স্পষ্ট ধারণা তিনি দেন । ভারতবর্ষে প্রচলিত লিপিগুলির সূক্ষধারণা তাঁর দ্বারাই সৃষ্ট হয় । হিন্দি লেখক তথা ইতিহাসবিদ্ গৌরীশঙ্কর ওঝা ভারতীয় ইতিহাসে মহত্ত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

ড. দীনেশচন্দ্র সরকার (১৯০৭ – ১৯৮৪ খ্রী.)

ড. দীনেশচন্দ্র সরকার ১৯৫৫ খ্রি. - ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারত সরকারের দ্বারা অভিলেখ শাস্ত্রী রূপে নিযুক্ত হন। এছাড়া তিনি “Archaeological Survey of India” - এর মুখ্য অভিলেখ শাস্ত্রী রূপেও কাজ করেন । তিনি কলকাতায় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃত অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন (১৯৬২-১৯৭২ খ্রী.) । তিনি উইলিয়াম জোন্স মেমোরিয়াল সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন । তিনি বাংলা এবং ইংরেজি মিলিয়ে প্রায় ৪০ টি পুস্তক রচনা করেন । এছাড়া তিনি ২টি খন্ডে select Inscriptions রচনা করেন।

a) Vol - I sixth century B.C to sixth century A.D
b) Vol – II sixth to eighteen century A.D

এছাড়া, ‘Indian Epigraphical Glossary’, ‘Inscriptions of Ashoka’, ‘Indian Epigraphy’ , ‘Studies in Indian coins’ - ইত্যাদি পুস্তকে অভিলেখ, ইতিহাস এবং পুরাতত্ত্ব অধ্যয়নে অত্যন্ত দূরদর্শিতার বাহক । তিনি মধ্য এশিয়া, সিলোন, বর্মা , ইন্দোনেশিয়া, কম্বেডিয়া প্রভৃতি দেশে প্রাপ্ত ভারতীয় অভিলেখগুলির পরিচয় প্রস্তুত করেন । এছাড়া, ‘Indo Muslim Epigraphy’, অভিলেখের প্রকার, বিভিন্ন সংবতের উল্লেখ , তিথিঅঙ্কন পদ্ধতি – প্রভৃতি বিষয়ে সূক্ষ এবং বিশ্লেষণাত্মক বিবেচনা প্রস্তুত করেন। তাই প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের পুর্নর্নির্মাণে পাঠক সমাজে ড. দিনেশ চন্দ্র সরকারের - এর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখনীয়।

অতএব উপরি উক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, ভারতীয় অভিলেখশাস্ত্রচর্চায় বিদ্বানদের অবদান অনিস্বীকার্য ।

****